বিশ্ব অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ফোরাম ২০০৮
Global Economic Justice Forum 2008

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ০২ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

‘বিশ্ব অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ফোরাম, ২০০৮’ এর ঘোষণা

বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে ১৪ দফা দাবী উত্থাপিত

আজ ০২ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, শনিবার বিকেল ৩ টায় প্রেসক্লাবের ভিআইপি মিলনায়তনে ‘বিশ্ব অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ফোরাম, ২০০৮’ এর ৩ দিনব্যাপি অনুষ্ঠিত ফোরামের সমাপনী ঘোষণা প্রদান করা হয়। খাদ্য, কৃষি, পরিবেশ, জলবায়ু, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক নীতি-কৌশল, বৈদেশিক দেনা, জনসেবা খাত, উন্নয়ন, নারী, শ্রমিক ইত্যাদি বিষয়ে ১৪ দফা দাবী উপস্থাপিত হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে ফোরাম আয়োজক কমিটির পক্ষ হতে ঘোষণা পাঠ করেন জনাব মহসিন আলী, সাংগাঠনিক কমিটির সদস্য, বিশ্ব অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ফোরাম, ২০০৮। ফোরামের পক্ষ থেকে আরো বক্তব্য রাখেন, আসগর আলী সাবরী, রতন সরকার, হিলালউদ্দিন, আশরাফুল আলম টুটু, শিশির শীল প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে ফোরামের আয়োজকরা বলেন, বিশ্ব অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ফোরাম ২০০৮ দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হল গত ২৯-৩১ জানুয়ারি ২০০৮, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। প্রথমবারের মতো এ ফোরাম অনুষ্ঠিত হয় গত ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত এ ফোরামের উদ্যোগ গ্রহণ করে দেশ বিদেশের প্রায় একশত সংগঠন। এ সংগঠনগুলো বৃহত্তর পরিসরে প্রান্তিক জণগোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কর্মরত রয়েছে। পাশাপাশি ফোরামের অংশ হিসেবে ২৬ জানুয়ারি ২০০৮ গণপ্রতিরোধের বিশ্ব দিবস উপলক্ষে কর্পোরেট বিশ্বায়ন দানবের বিরুদ্ধে **ঘৃণা অধিবেশন** অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফোরাম ২০০৮-এ যুব ফোরাম এবং মিডিয়া ফোরাম সহ ২৮ টি অধিবেশন/ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও নির্ধারিত সেমিনারের পাশাপাশি প্রতিদিন মুক্ত আলোচনা, অধিকারভিত্তিক নাটক, সঙ্গীতসহ শিশুদের পরিবেশনার মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক অন্যায্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংহতি প্রকাশ করা হয়। তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ফোরামে সমাজের বিভিন্ন স্তরে থেকে আগত প্রায় ১২ হাজারের বেশি অংশগ্রহণকারী ৭টি বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন ও মতামত বিনিময় করেন।

বক্তারা বলেন, ইতোমধ্যে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানিগুলো বার্ষিক মচ্ছব ’বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম’ (!)। একই সময়ে সারাবিশ্বে এর প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্ব সামাজিক ফোরাম। আমরা জানি বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম বরাবরই ধনী দেশগুলোতে অবস্থানরত ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত একটি ক্লাব এবং সে কারণেই পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোতে বিরাজমান অর্থনৈতিক অসাম্য ও সামাজিক বৈষম্যের অবসান এ ফোরাম নিশ্চিত করতে পারে না। অন্যদিকে বিশ্ব সামাজিক ফোরামের উদ্দেশ্য হচ্ছে দানবিক বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবী জুড়ে সাধারন মানুষ যে অন্যায়, অবিচার, অসাম্য, লুণ্ঠনের শিকার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে বিরাজমান আন্দোলনকে সংহত করা এবং এলক্ষ্যে গণ প্রতিরোধের বেষ্টনী গড়ে তোলা। বিশ্ব সামাজিক ফোরামের এ চেতনাকে ধারণ করেই আয়োজিত হয়েছে বাংলাদেশভিত্তিক ”বিশ্ব অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ফোরাম ২০০৮”।

আজ পরিকল্পিতভাবে মুক্তবাজার অর্থনীতি, নব্য-উদারীকরণ তথা দানবিক বিশ্বায়নের ভয়াবহ কর্মযজ্ঞ অবাধে পরিচালিত হচ্ছে। নব্য-উদার অর্থনীতির এই বিশ্বায়নে 'উদারতার' সুফল পাচ্ছে একদল অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশ। এই 'উদারতা' অনুন্নত দেশগুলোকে নিত্য-নতুন শোষণের ফাঁদে নিপতিত করছে। মুক্তবাজার পরিণত হয়েছে অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র। ফলে বিশ্বজুড়ে 'অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার' হয়ে পড়েছে মহাবিপন্ন।

একক পরাশক্তির নেতৃত্বাধীন দানবিক বিশ্বায়নের বিপরীতে ন্যায়বিচার, শান্তি ও মানবিকতার গণবিশ্বায়ন কর্মসূচি হাতে নিতে হবে আমাদের। পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার উন্মাদনার বিপরীতে আজ পৃথিবীর প্রতি কুটিরে খাদ্যসহ মৌলিক অধিকারের সকল উপাদান পৌঁছে দিতে হবে। বর্ণবাদ, শিশুশ্রম, গ্লানিময় অমানুষিক পেশা, মর্যাদাহানিকর নিয়ম-প্রথা থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করা খুবই প্রয়োজনীয়।

ফোরামের দাবীসমুহঃ

১. বিশ্বজুড়ে এবং মাতৃভূমি বাংলাদেশের নারী-শ্রমিক-আদিবাসি-শিশুসহ সমগ্র প্রান্তজনদের সকল প্রকার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারসম্পন্ন একটি বিশ্বব্যাবস্থা গড়ে তোলার ধারাবাহিক সংগ্রামকে শক্তিশালী ও বেগবান করে তুলতে হবে।

২. ক্যারিবিয়ান সাগরের জুয়ানতামই, ইরাকের আলগারীব কিংবা উপমহাদেশের যেকোন স্থানের যেকোন বন্দি শিবিরই হোক-রাষ্ট্রীয় কিংবা রাষ্ট্র বহির্ভূত শক্তির কোন প্রকার শিবিরেই অত্যাচার ও হত্যাকান্ড কোন অজুহাতেই অব্যাহত রাখা চলবে না। এ পর্যন্ত গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ এবং জাতিসংঘের অন্যান্য ঘোষনা ও সনদসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করে মানবিক বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে। বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় হেফাজতে মানবাধিকার লঙ্ঘনকে গুরুতর অপরাধ বিবেচনায় এটি মোকাবেলার বিশ্বজুড়ে উপযুক্ত ব্যাবস্থা নিতে হবে।

৩. বিশ্ব বানিজ্য উদারীকরনে বিশ্ববানিজ্য সংস্থার নীতিনির্ধারনী প্রক্রিয়ায় বিশ্বের মানবিক স্বার্থসমূহকে কর্পোরেট স্বার্থের উর্ধ্বে অগ্রাধীকার বিবেচনায় আনতে হবে। কর্পোরেট স্বার্থ প্রণোদিত বিশ্বায়নের বদলে মানবিক গণবিশ্বায়নের ধারাকে বানিজ্য নীতি নির্ধারনে গুরুত্ব দিতে হবে।

৪. স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মানবিক খাতসমূহে বিনিয়োগ সামর্থ বৃদ্ধিকল্পে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রধিষ্ঠানের চাপিয়ে দেয়া দেনা সমূহ নি:শর্তে বাতিল করতে হবে। সেই অর্থ দিয়ে বিশেষত: দেশের প্রান্ত জনের প্রয়োজনে ব্যাবহার করতে হবে। জণগনের সাথে পরামর্শ ব্যাতিত কোন উন্নয়ন প্রকল্প জণগনের উপর চাপিয়ে দেয়া চলবে না।

৫. বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়টি শুধুমাত্র দাতা ও সরকারের মধ্যকার সমন্বয় সম্পর্ক হিসেবে বিবেচনা না করে নানা স্তরের অংশীদার ও তৃনমূলের জণগনের অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে সাহায্যেকে সদর্থক করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। সাহায্য সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালার মধ্যেও সাযুজ্য বিধান কিংবা সমন্বিতকরণ খুবই আবশ্যক।

৬. বাংলাদেশসহ নানাদেশে গণতন্ত্র-সুশাসন-উন্নয়ন বিধানের স্বার্থে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। আমলাতান্ত্রিকতা পরিহার করে স্থানীয় সরকার ব্যাবস্থাকে ক্ষমতায়িত করার মাধ্যমে তৃণমূলে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জণগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ যেনো রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সক্ষম হন, সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে।

৭. স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ অপরিহার্য সেবা সমূহ জণগনের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যাবস্থা-বিন্যাস সহজ, সুগম ও ফলপ্রসু করে তুলতে হবে। এসবকিছুকে মৌলিক মানবাধিকার বিবেচনায় প্রাইভেট এবং কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের কাছে তা বন্দক

দেয়া যাবে না। সরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সমাজের হতদরিদ্রকেও শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। জীবন রক্ষাকারি জরুরী ঔষধের তালিকা প্রস্তুত করে মূল্য নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে তা দরিদ্র জণগনের জন্য সহজলভ্য করে তুলতে হবে। বিশ্বের প্রতিটি কুটিরে সুলভে খাদ্যসহ মৌলিক অধিকারের সকল উপাদান পৌঁছে দেয়ার লক্ষে প্রয়োজনীয় বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বিশ্বায়ন-আধিত্যবাদের শৃঙ্খল ভেঙ্গে পাট-তুলাসহ বিভিন্ন পণ্যভিত্তিক শিল্পায়ন বিকশিত করতে হবে।

৮. আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন খাত বিবেচনায় কৃষি উৎপাদনের উপকরণ সহজলভ্য করে উৎপাদিত পণ্যের বাজার ব্যাবস্থা শক্তিশালী করে কর্পোরেট আগ্রাসন থেকে আমাদের বীজ ও কৃষিকে রক্ষা করে কৃষি অর্থনীতিকে সবল করে তুলতে হবে।

৯. বিশ্বজুড়ে সকলের জন্য সুপেয় ও নিরাপদ পানি সুগম করে তুলতে হবে। পানি ব্যবস্থাপনায় ছোটবড় সকল দেশকে সহযোগীতার বন্ধন গড়ে তুলতে হবে। অভিন্ন নদীর ওপর একক কার্যক্রম পরিচালনার পথ পরিহার করে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহনের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রকৃতি বান্ধব উন্নয়নের পথ গ্রহন করে প্রকৃতিকে অবরুদ্ধ না করে, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য-অনুকূল পদক্ষেপ নিতে হবে।

১০. পৃথিবীর সকল প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা একদল কর্পোরেট শক্তির হাতে তুলে না দিয়ে তা গণ মালিকানার আওতায় আনতে হবে।

১১. জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী শিল্পোন্নত দেশসমূহকে ক্ষতিপূরণের অংশ হিসেবে বিপন্ন দেশসমূহকে রক্ষাকল্পে বিশেষ অর্থনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

১২. বিশ্বজুড়ে কর্মসংস্থানের অভব্যাহত ধারা সৃষ্টি করতে হবে। জণগনের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সম্পৃক্ত থেকে স্থায়ীভাবে সন্ত্রাস-অসহিষ্ণুতা-মৌলবাদ সৃষ্টির উৎস বন্ধ করে দিতে হবে।

১৩. জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সল্পোন্নত ও প্রান্তকর্তী রাষ্ট্রসমূহের ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সংস্কারের পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৪. বিশ্বে অস্ত্রসজ্জা ও যুদ্ধ উন্মাদনা রোধকল্পে রাষ্ট্রসমূহের গণতান্ত্রিক মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। জাতিসংঘে বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্যের ভেটো-ক্ষমতা বাতিল করতে হবে।

বার্তাপ্রেরক

দীপু হাসান (০১৭২০-৫২৩৮২৪)
মিডিয়া টীম
বিশ্ব অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ফোরাম, ২০০৮